যায়যায়দিন

তারিখ 27 SEP 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম

জনগণের টাকায় উচ্চশিক্ষা খরচ বেশি চিকিৎসা প্রকৌশলে

এম মামুন হোসেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গড় ব্যয় বেশি। এর মধ্যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রোফেশনালসে শিক্ষার্থী মাথাপিছু ব্যয় সর্বাধিক ২ লাখ ২১ হাজার ৭৫৭ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ লাখ ৯০ হাজার ৭৬০ টাকা। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় সর্বাধিক ৭২ হাজার ৭৪৫ এবং সর্বনিম্ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার ২৫৫ টাকা। আর উচ্চ শিক্ষা অর্জনে একজন শিক্ষার্থীর এই খরচের ৮৫-৯০ ভাগ অর্থ সরকার তথা জনগণ বহন করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেজুড়বৃত্তির ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি, ক্যাম্পাস সহিংসতা এবং সেশনজটের কারণে রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় হচ্ছে। বিশেষ করে ৪ বছরের স্নাতক শেষ করতে ৬ বছর এবং এক বছরের স্নাতকোত্তর শেষ করতে শিক্ষার্থীদের দুই-আড়াই বছর লাগছে। শিক্ষাজীবন শেষ করতে বাড়তি সময়ের কারণে রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাগুলো এর প্রমাণ। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে বুয়েট অনির্ধারিত ৬৬ দিন বন্ধ ছিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সেশনজট বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতিতে শিক্ষা কার্যক্রম

উচ্চশিক্ষা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

উচ্চশিক্ষা : জনগণের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ইউজিসির প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয়ের ভিত্তিতে ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে দেখা যায়, ঢাকা, রাজশাহী, বাংলাদেশ কৃষি, বাংলাদেশ প্রকৌশল, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খুলনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, মওলানা ভাসানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শেরেবাংলা কৃষি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল, রাজশাহী প্রকৌশল, খুলনা প্রকৌশল, জগন্নাথ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বেগম রোকেয়া এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু গড় ব্যয় বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে উন্মুক্ত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি, সিলেট কৃষি, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু গড় ব্যয় গত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দুই হাজার ৩৫০টি কলেজে ১২ লাখ ৭০ হাজার ৮৪৩ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। কমিশন থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো রাজস্ব বরাদ্দ দেয়া হয় না। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৩৫টি কোঅর্ডিনেটিং অফিস ও ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্রে এক হাজার ১০৬টি টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩টি আনুষ্ঠানিক ও ২১টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের দুই লাখ ৪৮ হাজার ৮১৩ জন শিক্ষার্থীসহ মোট তিন লাখ ৭০ হাজার ৫১৬ জন শিক্ষার্থীর ভিত্তিতে শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু ব্যয় দুই হাজার ৩৭২ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ছিল এক লাখ ২২ হাজার ৫০৩ জন।

বিশিষ্টজনদের অভিমত

এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদ ড. অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছে। সম্প্রতি দেশের উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ঘটনা ঘটেছে, তা তাদের কারো কাম্য নয়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সঠিক পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে উন্নত শিক্ষা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি বলেন, দেশে আজ ছাত্র রাজনীতির নামে যা চলছে, তাকে আসলে ছাত্র রাজনীতি বলা যায় না। সত্যিকারের ছাত্র রাজনীতি থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। ছাত্র রাজনীতি হবে ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার রক্ষায়। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে ছাত্র রাজনীতি হয় না। এর ফলে জনগণের ক্ষতি, শিক্ষার্থীদের ক্ষতি সর্বোপরি দেশের ক্ষতি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক মহলও চিন্তিত। অযোগ্য দলীয় লোকদের উঁচু পদে বসিয়ে রাখার কারণে এ ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সবসময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা দরকার। শিক্ষাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির নামে যা হচ্ছে, তা ছাত্র রাজনীতি নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জাতীয় শিক্ষক ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ যায়যায়দিনকে বলেন, একজন চিকিৎসক, প্রকৌশল, কৃষিবিদ বানাতে পারিবারিক খরচের চেয়ে রাষ্ট্র বেশি খরচ করছে। তারা সমাজকে কতটুকু দিচ্ছে তা হিসাব করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। নবীন প্রজন্ম বুঝতে পারছে না কার টাকায় তারা লেখাপড়া করেছে। তারা দেশ বা সমাজের উন্নয়ন নয়, নিজেদের উন্নয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন এক কথা নয়। বর্তমানে ছাত্র, শিক্ষক এমন কি পেশাজীবী সব ক্ষেত্রে লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতি চলছে।

মাথাপিছু ব্যয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭২ হাজার ৭৪৫ টাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৮ হাজার ৭১ টাকা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ ৯৫ হাজার ৭২৪ টাকা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৩ হাজার ৯৬ টাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৯ হাজার ৮১ টাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬১ হাজার ৮১৪ টাকা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ হাজার ৮৬০ টাকা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ হাজার ৩০৩ টাকা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৬ হাজার ৩০৬ টাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ ৯০ হাজার ৭৬০ টাকা, মওলানা ভাসানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭ হাজার ২৭১ টাকা, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০ হাজার ৩৭৪ টাকা, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৯ হাজার ৫৩ টাকা, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৩ হাজার ২৮০ টাকা, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৮ হাজার ৪৪৪ টাকা, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৩ হাজার ৩৭৪ টাকা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার ২৫৫ টাকা, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ হাজার ৪৭৭ টাকা, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস দুই লাখ ২১ হাজার ৭৫৭ টাকা, বেগম রোকেয়া ১৬ হাজার ১৭৭ টাকা এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৭ হাজার ৪৫৮ টাকা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার ১৯৭ টাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ ৫৩ হাজার ৬৯৩ টাকা, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৪ হাজার ১৬৬ টাকা, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৯ হাজার ২৮৫ টাকা, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৮ হাজার ৭৯২ টাকা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ হাজার ৯১৫ টাকা, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এক লাখ ২৮ হাজার ১৯৫ টাকা, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৪ হাজার ৭৯০ টাকা, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ হাজার ৮১৮ টাকা শিক্ষার্থীর প্রতি মাথাপিছু গড় ব্যয়।